কুষ্টিয়ায় ট্যাপেন্টা ও ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় মাদক সম্রাট রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে (৪০) ফেন্সিডিল, ট্যাপেন্টাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এ সময় তার কাছ থেকে ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা, ১০ বোতল ফেন্সিডিল ও নগদ ৫লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নতুন কোর্টপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তিনকে আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন নতুন কোটপাড়ার আবু হোসেনের ছেলে আনোয়ার সাঈদ রাসেল, জগতি কৃষকপাড়ার মৃত বদর উদ্দিন বিশ^◌াসের ছেলে আমিরুল ইসলাম ও বটতৈল এলাকার মৃত আখের আলীর ছেলে মহি উদ্দিন।

কুষ্টিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সহকারী পরিচালক শিরীন আক্তার বলেন আমিরুল ইসলাম ও মহি উদ্দিনদেরকে ট্যাপেন্টা সহ আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুপাতে রাসেল ফার্মেসির মালিকের কাছ থেকে ট্যাপেন্টা কিনেছে।

এরই সূত্র ধরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কর্মকতাদের সহযোগিতায় রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বাড়ী তল্লাশি কালে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা টাবলেট, নগদ ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার উদ্ধার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে মাদক সম্রাট ও রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে আটক করে থানায় হস্তাস্তর করেছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মাদক আইন মামলা দায়ের করেছেন।

তিনি আরও বলেন, আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বিরুদ্ধে মডেল থানায় বেশকিছু মাদক আইনের মামলা রয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, নতুন কোর্টপাড়াসহ ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা, ও ফেন্সিডিল বিক্রি করে আসছে আনোয়ার সাঈদ রাসেল। কিছু

প্রভাবশালীদের ছত্রছাঁয়ায় রাসেল দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় চালিয়ে আসছে। রাসেল আটক হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানান এলাকাবাসী।

সারাদিন সঙ্গেই ছিল ঘাতক, বুঝতেও পারেনি বশির

বশির উদ্দিনের (৫৫) ভ্যানে করে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন তারই পূর্ব পরিচিত রঞ্জু মন্ডল। দু’জন গল্প করেছেন, এক সাথে চা-ও খেয়েছেন। বশির ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এই রঞ্জুর হাতেই তার প্রাণ যাবে। কুষ্টিয়ার ভ্যানচালক বশির উদ্দিন হত্যার ঘটনায় আটক রঞ্জু মন্ডল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে পুলিশকে।

গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার চরগোপালপুর-মিটন সড়কের পাশে ধান ক্ষেত থেকে বশির উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বাড়ির পাশের উপজেলা কুমারখালীর সাঁওতা গ্রামে।

পরে এ ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে সদর উপেজেলার নগর মোহাম্মদপুর গ্রামে আনজেরা নামে এক গৃহবধূর বাড়ি থেকে বশিরের ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ। আনজেরা পুলিশকে জানায়, তার চাচাতো ভাই রঞ্জু রাতে ভ্যানটি রেখে গেছে। পরে মঙ্গলবার রাতে সাঁওতা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে আটক হন রঞ্জু।

আটক রঞ্জুর বরাত দিয়ে বুধবার দুপরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুর রহমান পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিহত বশির ও ঘাতক রঞ্জুর শ্বশুরবাড়ি একই এলাকায়। এরই সূত্র ধরে দুজনের পরিচয়। রঞ্জু নিজের মায়ের খোঁজ খবর রাখতেন না, ভরণ-পোষণও দিতেন না।

তিনি বেশির ভাগ সময় শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। বশিরের বিষয়টি ভাল লাগেনি। তিনি প্রায়ই মাকে ভরণ-পোষণ দেওয়ার জন্য রঞ্জুকে অনুরোধ করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হন রঞ্জু। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এই ক্ষোভ থেকে বশিরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন রঞ্জু।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত ২৪ আগস্ট সকালে ২০০ টাকা দিয়ে বশিরের ভ্যান ভাড়া করেন রঞ্জু। তিনি সারা দিন বশিরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। এক সাথে চা-ও পান করেন। এক ফাঁকে বিআরবি ক্যাবলস-এর নিকটে ইট কেনা-বেচার দোকানের সামনে এসে প্রসাব করার কথা বলে ভ্যান থেকে নেমে কৌশলে ১টি ইট নিয়ে লুঙ্গির আড়ালে রেখে পুনঃরায় ভ্যানে ওঠেন রঞ্জু।

পরে রাত ১০টার দিকে চরপাড়া মাঠের মধ্যে বাথরুম পেয়েছে বলে বশিরকে ভ্যান থামাতে বলে। তার কথায় ভ্যান থামালে রঞ্জু লুঙ্গির ভেতর থেকে ইট বের করে বশিরের মাথার মাঝখানে সজোরে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই বশির মারা যায়।

পরে রঞ্জু মৃতদেহটি রাস্তার পাশের ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে ভ্যান নিয়ে চলে যায়। ঘাতক রঞ্জু সদর উপজেলার মেটন গ্রামের সালামত মন্ডলের ছেলে।

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ইউএনওর অভিযান

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বেড়েই চলেছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১৩ জনসহ মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬৭ জনে।

অন্যদিকে উপজেলায় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বিস্তার প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে বুধবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন দোকান ও রাস্তায় ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেন ইউএনও রাজীবুল ইসলাম খান।

অভিযানে মাস্ক না ব্যবহার করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৪ মামলায় ১৪ জনকে মোট ৯ হাজার ৮৫০ টাকা জরিমানা করেন মোবাইল কোর্টে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজীবুল ইসলাম খান বলেন, যতক্ষণ বাইরে

আছেন, আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ককে পোশাকের অংশ বিবেচনা করতে হবে। মাস্ক না থাকলে তার কাছে কোনো দোকানদার কিছু বিক্রি করবেন না, কোনো অফিসে সেবা পাওয়া যাবে না।

দুই মাস পরিচর্যা করেই দেখা পেলো নাইট কুইন’র

ভালোবাসার প্রতীকের আরেক নাম ফুল।সে যে কোন ফুলই হোকনা কেন? প্রিয়তমার গলায় মালা কিংবা খোঁপায় ভালোবেসে ফুল গুঁজে দেয়ার সৌন্দর্য-অনুভূতি অনন্য। সব ধরনের শুভ কাজেও ফুলের ব্যবহার রয়েছে আমাদের দেশে অনেক। তবে মানুষভেদে ফুলের পছন্দের তারতম্য দেখা যায়। কেউ গোলাপ, কেউ হাসনাহেনা, কেউবা গ্রামবাংলার মেঠো পথের ধারে ফোটা অজানা ফুলের ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। তবে যে ফুল কয়েক বছরে একবার ফোটে, সেই ফুল নিয়ে সবার কৌতূহল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনই একটি ফুলের নাম হলো- নাইট কুইন।

মিষ্টি মনোহরিণী সুবাস, দুধসাদা রং, স্নিগ্ধ ও পবিত্র পাপড়ি আর সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে এই ফুল পরিচিত। রাতের আঁধারে নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরে সকাল হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে নাইট কুইন। তাই এই একটি ফুলের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় ফুলপ্রেমীদের। আমাদের দেশে দুর্লভ প্রজাতির ফুল হিসেবেই গণ্য করা হয় নাইট কুইনকে।

এক রাতে এই দুর্লভ এই নাইট কুইন ফুলের দেখা মিলল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ছাদবাগন মালিক ডা: আসমান আলীর লাগানো টবে মাত্র দুই মাস আগে একটি টবে এ গাছটি লাগান তিনি। মাত্র দুই মাস পরিচর্যা করেই তিনি এ ফৃুলের দেখা পেয়েছেন।

নাইট কুইন ফুলটির পরিপূর্ণ রূপ দেখতে আগ্রহী ছিলেন আসমান আলীল শুভাকাঙ্খীরা।
রাত থেকে ফুলটি দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে শিক্ষার্থীরা। রাত ১০টায় অপেক্ষার অবসান ঘটে। নিজের রূপের বাহার নিয়ে নাইট কুইন পরিপূর্ণভাবে পাপড়ি মেলে দেয়।

উপস্থিতদের তখন ফুলটি নিয়ে সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওবাইদা আল মাহাদী জানান, বিরল ক্যাকটাস জাতীয় এ ফুলটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ফুলের তুলনায় একটু আলাদা। বছরের মাত্র একদিন এবং মধ্যরাতে পূর্ণ বিকশিত হয়। আর শেষরাতেই জীবনাবসান ঘটে। আমি এই নাইট কুইন ফুলেল এমস গল্প শুনেছি। কিন্তু কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।রাতে শোনামাত্রই আমি এই নাইট কুইন দেখতে এসেছি। অনেক ভালো লাগলো ফুলটি দেখে।

আসমান আলী বলেন, আমার ছাদে অন্তত শতাধীক ফুল ও ফলের চারা রয়েছে। তবে এই নাইট কুইনের ভীষন ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
‘নাইট কুইন খুবই দুষ্প্রাপ্য ফুল। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মাস দুয়েক আগে আমার এক বন্ধু সংগ্রহ করে এই গাছটি দিয়েছিলেন। বহু দিনের সখ ছিল নাইট কুইন ফুল ফোটানো।আল্লাহ সে আশা পূরণ করেছে।গত রাতে আমার ছাদ বাগানে ফুটেছে এ ফুলটি।

তিনি বলেন, আমার এক আত্মিয় বারো বছর ধরেও কোন ‘নাইট কুইন’ ফুল ফোটাতে পারিনি। আমার কপালে ছিলো তাই দুই মাসেই ফুল ফোটাতে পেরেছি।ফুলের সৌন্দর্য আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। শুধু ফুলই নয়, আমার বাড়ীর ছাদে ফুল ও ফলের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেও আমি নিজেকে তৃপ্ত মনে করি।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

কুষ্টিয়ার ভাদালিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিনুর রহমান সাবু (৩৫) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহিনুর রহমান বাড়ি সদর উপজেলার পিয়ারপুর এলাকায়। তার বাবার নাম আছির উদ্দিন। তিনি যমুনা ব্যাংকের যশোর শাখার সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে কুষ্টিয়া থেকে মোটরসাইকেলে করে যশোর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ভাদালিয়ায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩ জনকে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে শহরতলীর জগতিসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান।

এ সময় তিনি জানান, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ জনকে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে মাস্ক পরিধান না করায় সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ২৫(২) ধারায় বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।

অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ব্রি উদ্ভাবিত আউশ ধানের জাতের উপর মাঠ দিবস

ব্রি উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের আধুনিক ধানের জাত ব্রি ধান ৮৫ এর প্রদর্শনীর উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শামুখিয়া এলাকায় ব্রি-ধান-৮৫’র কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ সুশান্ত কুমার প্রামানিক।

এ সময় তিনি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৮৫ চাষে অন্য ধানের তুলনায় দ্বিগুণ ধান উৎপাদন সম্ভব। প্রচলিত জাত ব্রি ধান৪৮ থেকে ব্রি ধান৮৫ এর দানা চিকন ও বাজার মূল্য বেশি থাকায় কৃষকরা লাভবান হবেন।

তিনি আরও বলেন, আউশে দুর্যোগ কম হয়। প্রাকৃতিক বৃষ্টির ফলে সেচ কম লাগে। তাই এই ধান বেশি বেশি করে লাগাতে হবে। নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। ঠিক নিয়মে চাষাবাদ করতে পারলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতিবছরই কৃষক ভালো ফলন পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে ছিলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: আফসানা আনছারী, ব্রি কুষ্টিয়ার এসও মোহাম্মদ রেজোয়ান বিন হাফিজ, তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল, ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব, ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আসাদুল ইসলাম, শিহাবুল ইসলাম, আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া (ব্রি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইফতেখার উদ্দিন জিতু।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমান বলেন, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নানা ফসলের নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবনে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আউশের জন্য কুষ্টিয়া জেলা খুবই ভালো। ১৯ টা ডিভিশনের মধ্যে কুষ্টিয়া ভ্যারাইটি ধানের জন্য এই ৮৫ ধানের জাত বেশ উপকারী।

সার কম লাগে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কৃষকরা যেন অল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করতে পারে এবং খরচ কম হয় সেই চিন্তা করে। তাই কৃষকদের সার খরচ কম লাগে বলে বেশি বেশি করে এই নতুন জাতের ধান চাষ করার আহবান জানান তিনি।

তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল বলেন,তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ পদ্মা নদী গর্ভে চলে গেছে। তাই স্বল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করা যায় এর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে কৃষক কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ৫ আগস্ট বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা সাহেবনগর এলাকায় বন্যার পানিতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা সেলিনা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে সিয়াম
(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

এ সময় সেলিনার বাবা রসুল মন্ডল (৬২) ও সেলিনার ছোট ছেলে সাগর
(৯) সাঁতরিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে ৪জন পদ্মার চরের তালতলা ঘাট থেকে সোনাতলা সাহেবনগর এলাকা যাওয়ার সময় সাহেবনগরের নিকট মহাবুল বিশ্বাসের বাগানের কাছে

ডিঙি নৌকাটি উল্টে পানিতে ডুবে যায়।

এ সময় রসুল মন্ডল ও সাগর সাতরিয়ে কিনারে উঠলেও পানিতে ডুবে মারা যায় সেলিনা খাতুন ও তার ছেলে সিয়াম। পরে স্থানীয়রা তাদের লাশ উদ্ধার করে।

পদ্মা নদীতে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এখন ডিঙি নৌকা। ডিঙি নৌকায় চড়ে পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর

শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে ব্যবসায়ীদের।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া নেই

করোনার বিস্তার রোধে কুষ্টিয়ায় এ বছর অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট চালু করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। ঈদুল আজহার বাকি রয়েছে আর মাত্র দুদিন।

তবে অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া কম পাওয়ায় হাটের দিকে ঝুঁকছেন খামারিরা। অনলাইনে সাড়া না পেয়ে কেউ কেউ তাদের বিক্রয়যোগ্য গরু নিয়ে গেছেন ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানা যায়, এবার ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে ফেসবুকে একটি পেজ খোলা হয়েছে। সেখানে খামারিদের বিক্রয়যোগ্য পশুর ছবি, সম্ভাব্য ওজন, বিক্রেতার নাম-ঠিকানাসহ পোস্ট করার অনুরোধ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য মতে, কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলায়

৩৮ হাজার গরু-ছাগলের খামার রয়েছে। চলতি বছর এসব খামারে এক লাখ ৫ হাজার গরু, ৭০ হাজার ছাগল এবং ভেড়াসহ অন্যান্য পশু মোটাতাজাকরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ১৫টি পশুর হাট রয়েছে। এসব হাট ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসব পশু বিক্রি হয়ে থাকে। তবে করোনার কারণে এবার অনলাইনেও চলছে পশু বেচা-কেনা।

মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউপির কেউপুর গ্রামের মশিউর রহমান জানান, গত ২০ জুলাই ফেসবুকের ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে একটি পেজে ছবিসহ গরু বিক্রির জন্য পোস্ট করেছিলাম। তবে কোনও সাড়া না পাওয়ায় দুইদিন আগে গরু বিক্রির জন্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার গরুটির ওজন আনুমানিক ৯ মণ। দাম চেয়েছিলাম সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আনিচুর রহমান নামে এক ছাগল বিক্রেতা জানান, গত ১৭ জুলাই আমাদের পালিত ৩৬ থেকে ৪০ কেজি ওজনের দুইটি ছাগল বিক্রির জন্য ফেজবুক পেজে পোস্ট করেছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ক্রেতা মেলেনি। ছাগল দুটি বিক্রির জন্য বাধ্য হয়ে হাটে নিয়ে যাচ্ছি।

জাহিদ হোসেন নামে এক গরু খামারি জানান, অনলাইনে ক্রেতা না পাওয়ায় শেষে বাড়িতেই ব্যাপারির কাছে বিক্রি করেছি।

কুমারখালি উপজেলার জাহেদপুর গ্রামের গরু বিক্রেতা সোহেল সামাদ জানান, গত ১৮ জুলাই গরু বিক্রির জন্য ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ ফেসবুক পেজে ছবিসহ পোস্ট দিয়েছিলাম। তবে এ পর্যন্ত কোনও ক্রেতা ফোন করেনি। আমাদের ইচ্ছা আছে গরুটি হাটে না নিয়ে বাড়ি থেকেই বিক্রি করবো। সে আশা পূরণ হবে কিনা জানি না।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, খামারিরা যাতে কোরবানির সময় তাদের গরুটা বিক্রি করতে পারেন এজন্য আমরা অনলাইন কোরবানির পশুর হাট খুলেছিলাম। যদিও সেটির সাড়া কম। তবে স্থানীয় পর্যায়ে বেশি গরু কেনেন না। মুলত ঢাকা, চট্টগ্রামের ব্যপারিরা এসব গরু কেনেন। স্থানীয়দের বেশিরভাগ হাটে গিয়েই গরু কিনতে অভ্যস্ত।

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরও বলেন, আমরা জেলার ৩ হাজার খামারিকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৬ হাজার খামারিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যাতে তারা কিভাবে স্বল্প খাবারে গরুকে হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন। এ ছাড়াও খামারিদের কৃমিনাশক ট্যবলেট এবং

ভিটামিন দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি গরু পালনের উৎপাদন খরচ কমিয়ে কিভাবে কৃষককে লাভবান করা যায়। কিভাবে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন সে বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করছি।

ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, হাটে যাতে অসুস্থ গরু ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেদিকে নজরদারি করা হচ্ছে। এবার হাটে ১১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন জানান, কুষ্টিয়াতে কোরবানিকে টার্গেট করে ব্যাপক গবাদিপশু লালনপালন করা হয়ে থাকে। করোনার এই সময়ে হাটে না গিয়ে ঘরে বসে গরু কিনতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট নামে একটি পেজ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, এই অনলাইন পেজে ক্রেতাদের এখনও সাড়া কম।